কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 21 FEB 2015
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৪-৮

এসএসসির প্রভাব পড়বে এইচএসসিতেও

শরীফুল আলম সুমন ▷

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সময়মতো শেষ করার বিষয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল; হরতাল-অবরোধের কারণে শুরু হয় ৬ ফেব্রুয়ারি। ১০ মার্চ পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও যে অবস্থা চলছে, তাতে ওই সময়ের মধ্যে অর্ধেক পরীক্ষা নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। আর কবে নাগাদ পরীক্ষা শেষ হবে, তা বলতে পারছে না খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এভাবে চলতে থাকলে পুরো শিক্ষাসূচিই জটে পড়বে।

শুধু শুক্র ও শনিবার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এভাবে চললে শেষ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে ৩ এপ্রিল। মাদ্রাসা বোর্ডের আরো এক সপ্তাহ বেশি লাগবে। আগামী ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু চলমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে পেছাতে হবে এইচএসসি পরীক্ষাও।

এপ্রিলে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলে ফল প্রকাশেও বিলম্ব হবে। যথাসময় শুরু করা যাবে না উচ্চ মাধ্যমিক

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

এসএসসির প্রভাব পড়বে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাবর্ষ। তিন হাজারের বেশি কেন্দ্রে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হরতালের কারণে ক্লাস হচ্ছে না। শুক্র ও শনিবারেও পরীক্ষার কারণে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওই সব স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা কার্যত বন্ধ।

এ অবস্থায় গত রবিবার ঘোষিত সূচি অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। অবরোধ-হরতালের মধ্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কেউ বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। অবশ্য এর পরও হরতালের কারণে বুধবারের পরীক্ষা পিছিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবারে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, ১৯৯০ সালের আগ পর্যন্ত এসএসসিতে সকাল-বিকেল কিছু বিষয়ের পরীক্ষা হতো। তখন পুরো পরীক্ষাই ছিল রচনামূলক, সৃজনশীলের কিছু ছিল না; নৈর্ব্যক্তিকও ছিল না। এর পরও সকাল-বিকেলে পরীক্ষা হয়েছে। এখন তো বেশির ভাগ বিষয়েই সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। তেমন মুখস্থ করতে হয় না। অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় শুধু চিহ্ন দিয়ে। তাঁরা বলছেন, কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যদি হরতালের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না-ই হয়, তাহলে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। দ্রুত পরীক্ষা শেষ করার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে শুধু পরীক্ষা নয়, পুরো শিক্ষাসূচি হুমকির মুখে পড়বে। প্রয়োজনে সকাল-বিকেল দুই বেলা দুটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বারবার পরীক্ষা পেছানোর চেয়ে ওই পথ অবলম্বনই শ্রেয়। শুক্র ও শনিবার সকাল-বিকেল পরীক্ষা হলে দ্রুত পরীক্ষা শেষ করা যাবে। এতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দিন তিনেক বেশি লাগতে পারে। তাতে খুব ক্ষতি হবে না শিক্ষাসূচির। সৃষ্ট জটেরও অবসান হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম রনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যেভাবেই হোক, যথাসময়ে পরীক্ষা শেষ করতে হবে। দেরি হলে শিক্ষার্থীদের ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। বারবার পরীক্ষা পেছানোয় তারা প্রচণ্ড চাপে রয়েছে। প্রয়োজনে সকাল-বিকেলে পরীক্ষা নিতে হবে।'

রাজধানীর রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থী জুনায়েদ হোসেন বলল, 'যে বিষয়েরই প্রস্তুতি নিই সে বিষয়েরই পরীক্ষা হয় না। যে পাঁচ দিন বন্ধ থাকে সে সময়ে কোন বিষয় পড়ব সেটাই ঠিক করতে পারছি না। আগে থেকে যদি জানা থাকে, তাহলে এক দিনে দুটি পরীক্ষা হলেও ভালো; যদিও চাপ বেশি পড়বে, তার পরও কী করার আছে?'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরীক্ষার্থী ফাতিমা খান সারার মা শামীমা নাজনীন বলেন, 'এভাবে পেছানোয় টেনশনে পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রস্তুতিতে চরম বিঘ্ন ঘটছে। যেভাবেই হোক, সময়মতো পরীক্ষা শেষ করতে হবে। কম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলো সকাল-বিকেল নিয়ে নিলে তেমন সমস্যা হবে না।'

সেন্ট জোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন বলেন, 'আমরা যদি আগেই সকাল-বিকেল পরীক্ষা নেওয়ার রুটিন করতাম, তাহলে সমস্যা হতো না। কিন্তু হঠাৎ করে সকাল-বিকেলে পরীক্ষা নিলে প্রচণ্ড চাপে শিক্ষার্থীদের ফল খারাপ হতে পারে।'

শিক্ষকরা বলছেন, ইতিমধ্যেই চার দিনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৫ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা। বাকি রয়েছে ১০ দিনের। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকেই যদি সকাল-বিকেল পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাহলে ১০টি পরীক্ষা নিতে পাঁচটি ছুটির দিনের (শুক্র ও শনিবার) প্রয়োজন হবে।

এ হিসাবে ১৩ মার্চের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব। সূচি অনুযায়ী ১০ মার্চ লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। মাত্র কয়েকটা দিন বেশি লাগছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অভিভাবকদের দিক থেকেও সকাল-বিকেল দুটি করে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি এসেছে। যদি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনার কোনো সমস্যা না থাকে, তাহলে সেটা তারা বিবেচনা করতে পারে।' ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহেদা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সূচি মেনে পরীক্ষা নিলে তো কোনো সমস্যাই নেই। কিন্তু সেটা যখন হচ্ছে না তখন দুই বেলা পরীক্ষা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

শিক্ষাবিদ, অভিভাবকরা বললেও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এক দিনে দুটি পরীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে। গত শুক্রবার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'সকাল-বিকেল দুটি করে পরীক্ষা নেওয়া হবে না। আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশি, তাদের মনের কথা বুঝি। দিনে দুটি করে পরীক্ষা নেব না। আমরা দিনে দুটি করে পরীক্ষা দিয়েছি, সেই দিন আর নেই। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ওইভাবে বেড়ে ওঠেনি। সময় বেশি লাগুক; এক দিনে দুই পরীক্ষা নেওয়া হবে না।'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'বাচ্চারা এমনিতেই অস্বস্তিতে আছে। অনেক সময় পরীক্ষার আগের দিনও জানে না ওদের পরীক্ষাটা হবে কি না। এক দিনে দুটি পরীক্ষা দিয়ে তাদের আরো অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।'